Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

‘আবার আসিব ফিরে’

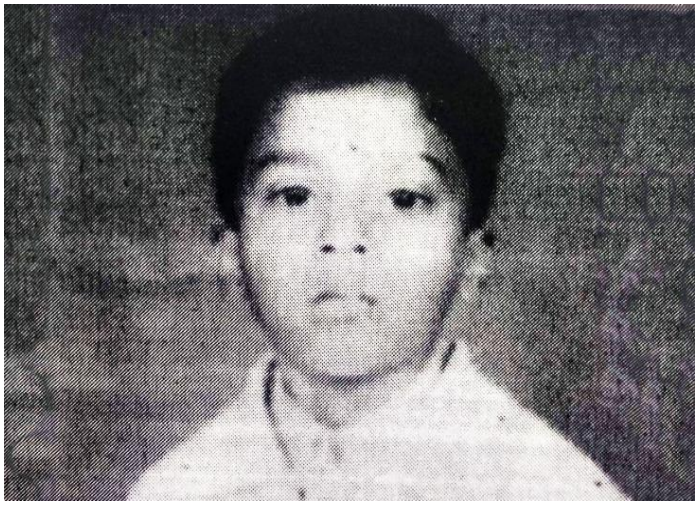

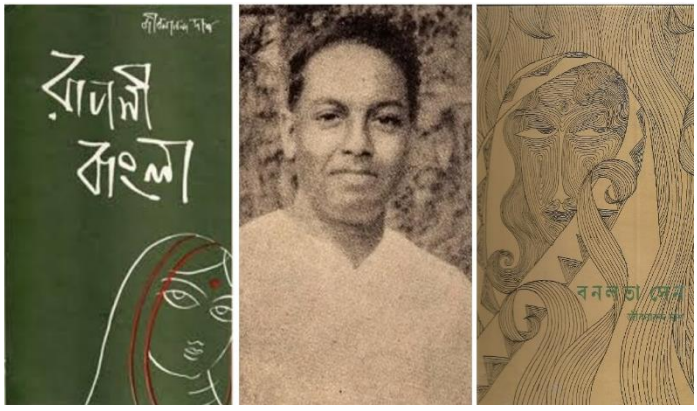

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ।।

প্রিয় জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলো কবির দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। এ বাংলার প্রকৃতি এতই সৌন্দর্যময় যে, কবি এখানে মৃত্যুর পর শঙ্খচিল অথবা শালিকের বেশে পুনরায় ফিরে আসতে চান। বাংলার জলে কবি হাঁস হয়ে ভেসে বেড়াতে চান। কবির এ আশাবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা প্রকৃতির অপরূপ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মৃত্যুর পর বাংলার প্রিয় প্রকৃতির সাথে পুনরায় মিশে যেতেই কবি মানুষ না হয়ে শঙ্খচিল, শালিকের বেশে এদেশে ফিরতে চান। কবি বাংলার প্রাকৃতিক রূপে মুগ্ধ। তিনি প্রিয় প্রকৃতির বুকে কখনো হাঁস হয়ে কখনো কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে বেড়াবেন। আবার কখনো কাক হয়ে ভোরে কুয়াশায় দেখা দেবেন। আবার কখনো বা শঙ্খচিল, শালিকের বেশে ফিরে আসবেন। সবই এ প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়ার জন্য।

মৃত্যুর পর তিনি আবার এই বাংলার মাটিতে ফিরে আসবেন। তখন হয়তোবা মানুষ নয়, হয়তোবা শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে ফিরে আসবেন। হয়তোবা ভোরের কাক হয়ে উড়ে আসবেন কার্তিকের নবান্নের দেশে। কবি হাঁস হয়ে সারাদিন কাটাবেন কলমির গন্ধভরা জলে। রাঙা মেঘে সাঁতরিয়ে যে সাদা বকের ঝাঁক উড়ে আসে, সেই সাদা বকের ঝাঁকে কবি নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বাংলার প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়েছেন। তিনি মৃত্যুর পর এই মাটিতেই হাঁস, কাক, বক কিংবা শঙ্খচিল- শালিকের বেশে আবার ফিরতে চান। মূলত এর মাঝে কবির দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: মানুষ না হয়ে শঙ্খচিল, শালিকের বেশে জীবনানন্দ দাশ এদেশে ফিরতে চান কেন?

কার্তিকের নবান্নের মতই এদেশ যেন সারাবছরই উৎসবমুখর ও রূপময় থাকে, তাই কবি বাংলাদেশকে কাতির্কের নবান্নের দেশ বলেছেন। কার্তিক মাসে নতুন ধান কাটার পর আমাদের দেশে নবান্ন উৎসব হয়। এ সময় সারাদেশ নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে যেন সারাবছরই নবান্নের সেই আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। তাই কবি বাংলাদেশকে 'কাতির্কের নবান্নের দেশ' বলেছেন।

কবি প্রিয় বাংলার স্বরূপ অঙ্কন করেছেন এবং বাংলার ফসলের ক্ষেত তাঁকে বিমোহিত করেছে। এছাড়া কলমির গন্ধভরা জলে হাঁসের অবাধ সাঁতার দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলার এ প্রকৃতি এতই সুন্দর যে, তা জীবনের বর্ণহীনতাকে বিচিত্র রঙে প্রতি মুহূর্তেই রাঙিয়ে দেয়। তাই বাংলাকে বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবেসে কবি মৃত্যুর পর শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে ফিরে এসে এ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চান।

কবি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন। তাই এদেশের প্রকৃতির মাঝেও কবি সৌন্দর্য খুঁজেছেন। এজন্যই কবি মৃত্যুর পরেও এ কার্তিকের নবান্নের দেশে ফিরে আসতে চান। কবি এদেশের বুকে পূনর্জন্ম লাভ করতে চান বিভিন্ন বেশে। তাঁর স্বাদেশিক চেতনা যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

প্রশ্ন: কবি বাংলাদেশকে 'কার্তিকের নবান্নের দেশ' বলেছেন কেন?